সহীহ হাদীসের আলোকে

সাওম বিশ্বকোষ

ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন আযহারী
সহকারী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি
উত্তরা, ঢাকা।

৯৩৫

সম্পাদনায়
প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
অধ্যাপক, আল-ফিকহ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

সহীহ হাদীসের আলোকে

সাওম বিশ্বকোষ

গ্রন্থস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০২৩

মুদ্রিত মূল্য: ৫৭২ (পাঁচশত বাহাত্তর) টাকা

অনলাইন পরিবেশক: আলোকিত বই বিতান, রকমারি, ওয়াফি লাইফ, ইখলাস স্টোর, নিউ লেখা প্রকাশনী (ইন্ডিয়া), SalafiBooksbd.com, UmmahBD.com, Sunnah Bookshop, Anaaba Books

পৃষ্ঠাসজ্জা ও প্রচ্ছদ : **নাঈম ইবনে আব্দুল্লাহ।**

সার্বিক সহযোগিতায়ঃ
কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার ইনিশিয়েটিভ
৩১/১, মাদানী গার্ডেন (মাদরাসা রোড) উত্তর আউচপাড়া,
টঙ্গী, গাজীপুর, ফোন: +৮৮ ০১৫৭৫ ৫৪৭৯৯৯

ISBN : 978-984-96117-0-7

www.alokitoboibitan.com | alokitoprokashonibd@gmail.com

সূচিপত্র

১. সম্পাদকের কথা ১৪

২. ভূমিকা ১৭

প্রথম অধ্যায়: সাওমের পরিচয়, ইতিহাস ও তাৎপর্য

৩. সাওমের পরিচয় ২৪

৪. সাওমের ইতিহাস ও তাৎপর্য ২৮

৫. সাওমের তাৎপর্য ৩৮

দ্বিতীয় অধ্যায়: সহীহ হাদীসের আলোকে সাওম

৬. রমযানের সাওম ফরয হওয়া প্রসঙ্গে..৪৪

৭. রমযান ও সাওমের ফযীলত ৫৮

৮. আল্লাহর রাস্তায় সাওমের ফযীলত ৬৭

৯. সাওম গুনাহের কাফফারা ৬৮

১০. সাওম ঢালস্বরূপ.. ৭০

১১. সাওম পালনকারীর জন্য জান্নাতে রাইয়্যান দরজা ৭১

১২. রমযান নাকি রমযান মাস বলা হবে? কেউ কেউ বলেছেন, উভয়টি বলা যাবে?.. ৭৩

১৩. রমযানের চাঁদ দেখা ৭৪

১৪. যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় নিয়তের সাথে সাওম পালন করবে ৭৪

১৫. নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে অধিক দান করতেন..৭৫
১৬. যে ব্যক্তি সাওম পালনের সময় মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন করেনি..৭৬
১৭. কাউকে গালি দেয়া হলে সে কি বলবে, আমি সাওম পালনকারী? ৭৭
১৮. অবিবাহিত ব্যক্তি যে নিজের ওপর ফিতনার আশংকা করে তার জন্য সাওম পালন করা.......................... ৭৮
১৯. নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, তোমরা চাঁদ দেখে সাওম পালন শুরু করবে, আবার চাঁদ দেখে সাওম থেকে বিরত থাকবে ৭৯
২০. চাঁদ দেখার ব্যাপারে সাক্ষ্য গ্রহণ............................ ৮৪
২১. চাঁদ দেখতে কতজন সাক্ষ্য লাগবে? ৮৫
২২. প্রত্যেক দেশে আলাদা আলাদাভাবে চাঁদ দেখা, এক দেশে চাঁদ দেখলে তার হুকুম অন্যের জন্য যথেষ্ট নয়..... ৮৫
২৩. চাঁদ ছোট বা বড় দেখা ধর্তব্য নয়, আল্লাহ তা‘আলা দেখার জন্য বর্ধিত করে দিয়েছেন। আর যদি মেঘের কারণে দেখা না যায় তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে ৮৭
২৪. ঈদের দু’মাস কম হয় না......................................৮৮
২৫. নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: আমরা লিখি না এবং হিসাবও করি না............................ ৮৯
২৬. ইয়াওমুশ-শক বা সন্দেহের দিনে সাওম পালন করা...... ৯০

২৭. অর্ধ শা‘বানের পরে নফল সাওম পালন করা ৯১
২৮. সাহরী খাওয়ায় তাড়াতাড়ি করা ৯৭
২৯. সাহরী ও ফজরের সালাতের মাঝে ব্যবধানের পরিমাণ....৯৯
৩০. সাহরীতে যা খাওয়া মুস্তাহাব ১০১
৩১. আযান দেয়া অবস্থায় কারো হাতে খাবারের পাত্র থাকলে কী করবে?...১০১
৩২. দিনের বেলায় (নফল) সাওমের নিয়ত করলে...........১০২
৩৩. সাওম পালনকারী জুনূবী (অপবিত্র) অবস্থায় সকাল করলে.. ১০৩
৩৪. সাওম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা.............................১০৭
৩৫. সাওম অবস্থায় চুম্বন করা ১০৮
৩৬. স্বামীর অনুমতিক্রমে স্ত্রীর নফল সাওম পালন ১১০
৩৭. সাওম পালনকারীর গোসল করা ১১২
৩৮. সাওম পালনকারী যদি ভুলে কিছু খেলে বা পান করলে. ১১৫
৩৯. সাওম পালনকারীর শুকনো ও ভেজা মিসওয়াক ব্যবহার করার হুকুম.. ১১৫
৪০. নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: যখন ওযু করবে তখন নাকের ছিদ্র দিয়ে পানি টেনে নিবে ১১৭
৪১. রমযানে দিনের বেলায় সহবাস করলে....................১১৮
৪২. রমযানে দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করলে সদকা দেয়ার কিছু না থাকলে, সে যেন নিজে নিজেকে সদকা দিয়ে কাফফারাস্বরূপ আদায় করে................................ ১১৯

৪৩. রমযানে সাওম পালনকারী অবস্থা যে ব্যক্তি স্ত্রী সহবাস করেছে সে ব্যক্তি কি কাফফারা থেকে তার অভাবগ্রস্ত পরিবারকে খাওয়াতে পারবে? ১২১

৪৪. সাওম অবস্থায় শিঙ্গা লাগানো ও বমি করা..................১২২

৪৫. সফর অবস্থায় সাওম পালন করা ও না করা.............. ১২৪

৪৬. সফর অবস্থায় কোনো কাজের দায়িত্ব পালন করাকালীন সাওম ভঙ্গ করলে তার প্রতিদান ১২৯

৪৭. রমযানে কয়েকদিন সাওম পালন করে যদি কেউ সফর আরম্ভ করে..১৩২

৪৮. প্রচণ্ড গরমের কারণে যে ব্যক্তির উপর ছায়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে তার সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: সফরে সাওম পালনে কোনো নেকী নেই ১৩৩

৪৯. সফর অবস্থায় সাওম পালনের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ একে অন্যকে দোষারোপ করতেন না.......................................১৩৪

৫০. সফর অবস্থায় সাওম ভঙ্গ করা, যাতে লোকেরা দেখতে পায়...১৩৫

৫১. যাদের সাওম পালন অতিশয় কষ্ট দেয় তাদের সাওমের পরিবর্তে ফিদইয়া তথা একজন মিসকীনকে খাদ্য দেয়া..১৩৭

৫২. রমযানের কাযা সাওম কখন আদায় করা হবে?..........১৪০

৫৩. ঋতুবতী মহিলা সালাত ও সাওম উভয়ই ত্যাগ করবে... ১৪১

৫৪. ঋতুবতী মহিলা সাওমের কাযা করবে কিন্তু সালাতের কাযা করবে না ১৪২
৫৫. সাওমের কাযা যিম্মায় রেখে যে ব্যক্তি মারা গেল ১৪২
৫৬. সাওম পালনকারীর জন্য কখন ইফতার করা হালাল ১৪৬
৫৭. পানি বা সহজলভ্য অন্য কিছু দিয়ে ইফতার করবে ১৪৭
৫৮. ইফতার ত্বরান্বিত করা.......................................১৪৮
৫৯. মাগরিবের সালাতের পূর্বে ইফতার করা মুস্তাহাব এবং যেসব জিনিস দ্বারা ইফতার করা মুস্তাহাব ১৫০
৬০. রমযানে ইফতার করার পরে যদি সূর্য দেখা দেয় ১৫১
৬১. বাচ্চাদের সাওম পালন করা ১৫২
৬২. সাওমে বেসাল বা বিরতিহীনভাবে সাওম পালন করা ...১৫৩
৬৩. যে অধিক পরিমাণ সাওমে বেসাল পালন করে তাকে শাস্তি প্রদান করা..১৫৫
৬৪. সাহরীর সময় পর্যন্ত সাওমে বেসাল পালন করা..........১৫৮
৬৫. কোনো ব্যক্তি তার ভাইয়ের নফল সাওম ভঙ্গের জন্য কসম দিলে এবং তার জন্য এ সাওমের কাযা ওয়াজিব মনে না করলে, যখন সাওম পালন না করা তার জন্য উত্তম হয়...১৫৯
৬৬. সাওমের নিয়ত করা এবং যে ব্যক্তি রাতের বেলায় রমযানের সাওমের নিয়ত করবে না তার সাওম আদায় হবে না..১৬১

৬৭. নফল সাওমের নিয়ত দিনের বেলায় সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্বে করা জায়েয এবং নফল সাওম পালনকারীকে ওযর ব্যতীতই সাওম ভঙ্গ করানো জায়েয ১৬২
৬৮. শা'বান মাসের সাওম ১৬৪
৬৯. মুহাররম মাসের সাওম পালনের ফযীলত................. ১৬৫
৭০. নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাওম পালন করা ও না করার বর্ণনা ১৬৬
৭১. নফল সাওম পালনের ব্যাপারে মেহমানের হক ১৬৯
৭২. নফল সাওমে শরীরের হক ১৭০
৭৩. সারা বছর সাওম পালন করা................................ ১৭২
৭৪. সাওম পালনের ব্যাপারে পরিবার পরিজনের হক ১৭৬
৭৫. একদিন সাওম পালন করা একদিন ছেড়ে দেয়া.......... ১৭৭
৭৬. দাউদ 'আলাইহিস সালামের সাওম ১৭৮
৭৭. সাওমে বীয বা প্রতিমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে সাওম পালন করা ১৮০
৭৮. সাওম পালনকারী কারো দাওয়াতে সাড়া দেয়া........... ১৮১
৭৯. সাওম পালনকারীকে খাবারের জন্য ডাকলে সে যেন বলে, আমি সাওম পালনকারী............................. ১৮৩
৮০. কারো সাথে দেখা করতে গেলে নফল সাওম ভঙ্গ না করা ১৮৩
৮১. সাওম পালনকারীকে ইফতার করানোর সাওয়াব ১৮৫

৮২. মাসের শেষ ভাগে সাওম পালন ১৮৫
৮৩. জুমু‘আর দিনে সাওম পালন ১৮৬
৮৪. সাওম পালনের ব্যাপারে কোনো দিন কি নির্দিষ্ট করা যায়? ১৮৮
৮৫. শাওয়াল মাসে ছয়টি সাওম পালন ১৮৯
৮৬. যিলহজ মাসের সাওম পালন ১৮৯
৮৭. ‘আরাফা দিবসে সাওম পালন ১৯০
৮৮. ঈদের দিনে সাওম পালন ১৯৪
৮৯. কুরবানীর দিনে সাওম পালন ১৯৭
৯০. আইয়ামুত তাশরীকে সাওম পালন ১৯৯
৯১. আশুরার দিনে সাওম পালন ২০০
৯২. সোমবার ও বৃহস্পতিবার সাওম পালন ২১৪
৯৩. কেউ স্বাভাবিক সাওমের সাথে অন্য কিছু যেমন চুপ থাকা ইত্যাদি মিশ্রিত করে ২১৪
৯৪. রমযানে উমরা পালনের ফযীলত ২১৫

তৃতীয় অধ্যায়: সালাতুত তারাবীহ

৯৫. রমযানে ঈমান ও সাওয়াবের আশায় যে রাত জেগে ইবাদত করে তার ফযীলত ২১৮
৯৬. রমযানে রাতে কত রাকাত সালাত? ২২৬
৯৭. লাইলাতুল ক্বদরের মর্যাদা ২২৮

৯৮. শেষ সাত রাতে লাইলাতুল ক্বদর তালাশ করবে ২২৯
৯৯. শেষ দশকের বেজোড় রাতে লাইলাতুল ক্বদর তালাশ করা ২৩১
১০০. মানুষের ঝগড়ার কারণে লাইলাতুল ক্বদরের নির্দিষ্ট তারিখ হারিয়ে যায় ২৩৮
১০১. লাইলাতুল ক্বদরের আলামত ২৩৯
১০২. লাইলাতুল ক্বদরে যেসব দো'আ পড়া মুস্তাহাব...........২৪০
১০৩. রমযানের শেষ দশকের আমল ২৪১

চতুর্থ অধ্যায় : ই'তিকাফ

১০৪. রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করা, সব মসজিদে ই'তিকাফ করা ২৪২
১০৫. ঋতুবতী মহিলার ই'তিকাফকারীর চুল আঁচড়ানো ২৪৪
১০৬. ই'তিকাফকারী প্রয়োজন ব্যতীত গৃহে প্রবেশ না করা ... ২৪৫
১০৭. ই'তিকাফকারীর গোসল ২৪৫
১০৮. রাতে ই'তিকাফ করা...২৪৬
১০৯. মহিলাদের ই'তিকাফ...২৪৬
১১০. মসজিদে ই'তিকাফ করার উদ্দেশ্যে তাঁবু খাটানো........ ২৪৭
১১১. ই'তিকাফকারী কি প্রয়োজনের সময় মসজিদের দরজায় বের হতে পারবে? ২৪৮
১১২. নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ তারিখ সকালে ই'তিকাফের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন ২৫০

১১৩. মুস্তাহাযা বা রোগাক্রান্ত নারীর ই‘তিকাফ করা........... ২৫১
১১৪. ই‘তিকাফকারী স্বামীকে স্ত্রী দেখতে যাওয়া ২৫২
১১৫. ই‘তিকাফকারী কি নিজের থেকে সন্দেহ দূর করবে?....২৫৩
১১৬. যে ব্যক্তি প্রত্যুষে ই‘তিকাফ থেকে ফিরে আসে.......... ২৫৪
১১৭. শাওয়াল মাসে ই‘তিকাফ করা............................২৫৫
১১৮. যারা সাওম ব্যতীত ই‘তিকাফ করা বৈধ মনে করেন.....২৫৬
১১৯. যে ব্যক্তি জাহেলী যুগে ই‘তিকাফের মানত করেছে সে তা ইসলামে প্রবেশ করলে তা আদায় করবে............. ২৫৭
১২০. রমযানের মধ্য দশকে ই‘তিকাফ করা ২৫৮
১২১. ই‘তিকাফের নিয়ত করে ই‘তিকাফ না করা..............২৫৮
১২২. রোগ বা সফরের কারণে রমযানে ই‘তিকাফ করতে না পারলে ২৫৯
১২৩. ই‘তিকাফকারী গোসলের জন্য মাথা ঘরে ঢুকিয়ে দেয়া .. ২৬১
১২৪. ই‘তিকাফকারী কখন ই‘তিকাফের স্থানে প্রবেশ করবে.. ২৬১

পঞ্চম অধ্যায়: সদকাতুল ফিতর

১২৫. সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে..................২৬৩
১২৬. মুসলিমদের গোলাম ও অন্যান্যের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করা ২৬৪
১২৭. সদকাতুল ফিতর এক সা‘ পরিমাণ যব ২৬৫
১২৮. সদকাতুল ফিতর এক সা‘ পরিমাণ খাদ্য..................২৬৮

১২৯. সদকাতুল ফিতর এক সা‘ পরিমাণ খেজুর................২৬৮
১৩০. সদকাতুল ফিতর এক সা‘ পরিমাণ কিসমিস থেকে ২৬৯
১৩১. ঈদের সালাতের পূর্বেই সদকাতুল ফিতর আদায় করা ...২৭০
১৩২. স্বাধীন ও গোলামের পক্ষ থেকে সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব ২৭১
১৩৩. অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও প্রাপ্ত বয়স্কদের পক্ষ থেকে সদাকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব ২৭২

ষষ্ঠ অধ্যায়: ঈদের সালাত

১৩৪. দুই ঈদ ও সুন্দর পোশাক পরিধান করা...................২৭৩
১৩৫. ঈদের দিন বর্শা ও ঢালের খেলা........................... ২৭৪
১৩৬. মুসলিমদের জন্য উভয় ঈদের রীতিনীতি..................২৭৬
১৩৭. ঈদুল ফিতরের দিন সালাতে বের হওয়ার আগে আহার করা ২৭৭
১৩৮. কুরবানীর দিন আহার করা ২৭৮
১৩৯. মিম্বার না নিয়ে ঈদগাহে গমন............................ ২৮০
১৪০. পায়ে হেঁটে বা সাওয়ারীতে আরোহণ করে ঈদের জামা‘আতে যাওয়া ২৮২
১৪১. ঈদের সালাতের পরে খুতবা দেয়া..........................২৮৪
১৪২. ঈদের জামা‘আতে এবং হারাম শরীফে অস্ত্র বহন নিষিদ্ধ২৮৭
১৪৩. ঈদের সালাতের জন্য সকাল সকাল রওয়ানা হওয়া ২৮৯

১৪৪. ঈদের দিন বর্শা সামনে পুঁতে সালাত আদায় করা ২৯০
১৪৫. ঈদের দিন ইমামের সামনে বল্লম বা বর্শা বহন করা......২৯০
১৪৬. মহিলাদের ও ঋতুবতীদের ঈদগাহে গমন ২৯১
১৪৭. বালকদের ঈদগাহে গমন ২৯১
১৪৮. ঈদের খুতবা দেয়ার সময় মুসল্লীদের দিকে ইমামের মুখ করে দাঁড়ানো ২৯২
১৪৯. ঈদগাহে চিহ্ন রাখা ২৯৩
১৫০. ঈদের দিন মহিলাগণের উদ্দেশ্যে ঈমামের উপদেশ দেয়া ২৯৪
১৫১. ঈদের সালাতে যাওয়ার জন্য মহিলাদের ওড়না না থাকলে.. ২৯৭
১৫২. ঈদগাহে ঋতুবতী মহিলারা পৃথকভাবে অবস্থান করবে .. ২৯৯
১৫৩. ঈদের দিন বাড়ি ফেরার সময় যে ব্যক্তি ভিন্ন পথে আসে৩০০
১৫৪. কেউ ঈদের সালাত না পেলে সে দু’ রাকাত সালাত আদায় করবে ৩০০
১৫৫. ঈদের সালাতের পূর্বে ও পরে সালাত আদায় করা...... ৩০২
সপ্তম অধ্যায়: সংক্ষেপে রমযান মাসে আমাদের করণীয়...৩০৩
অষ্টম অধ্যায়: সাওম সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা..৩২০

প্রথম অধ্যায়: সাওমের পরিচয়, ইতিহাস ও তাৎপর্য

সাওমের পরিচয়

সাওমের অভিধানিক অর্থ:

সাওম (الصَّوْمُ) শব্দটি আরবী। এটি একবচন, এর বহু বচন হলো (الصِّيام)সিয়াম। সাওম পালনকারীকে (الصائم) 'সায়িম' বলা হয়। ফার্সিতে বলা হয় রোযা এবং রোযা পালনকারীকে বলা হয় রোযাদার। এর শাব্দিক অর্থ হলো, পানাহার ও নির্জনবাস থেকে বিরত থাকা। অভিধানে শব্দটির অর্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

الصَّوْمُ فِي اللُّغَة: الإمساكُ عَن الشيءِ والتَّرْكُ لَهُ، وَقيل للصائمِ صَائِم: لإمساكه عَن الْمطعم وَالْمَشْرَب والمنكح.

"কোনো কিছু থেকে বিরত থাকা, সাওম পালনকারীকে 'সায়িম' এজন্য বলা হয় যে, সে খাদ্য, পানীয় ও জৈবিক চাহিদা থেকে বিরত থেকেছে।"[১]

وَقِيلَ لِلصَّامِتِ صَائِمٌ لإِمساكه عَنِ الْكَلَامِ، وَقِيلَ لِلْفَرَسِ صَائِمٌ لإِمساكه عَنِ العَلَفِ مَعَ قيامِه.

"চুপ থাকা ব্যক্তিকে 'সায়িম' বলা হয়; কেননা সে কথা বলা থেকে বিরত থেকেছে। এমনিভাবে যে ঘোড়া খাদ্য খাওয়া

১. লিসানুল আরব (১২/৩৫১)।

দ্বিতীয় অধ্যায়: সহীহ হাদীসের আলোকে সাওম

রমযানের সাওম ফরয হওয়া প্রসঙ্গে

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣﴾

“হে মুমিনগণ, তোমাদের ওপর সাওম ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর; যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।” [সূরা আল-বাক্বারা: ১৮৩]

তালহা ইবন উবাইদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত,

«أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَائِرَ الرَّأْسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: «الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا»، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ؟ فَقَالَ: «شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا»، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ؟ فَقَالَ: فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ، قَالَ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ، لاَ أَتَطَوَّعُ شَيْئًا، وَلاَ أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ، أَوْ دَخَلَ الجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ».

أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ».

“বনী ‘আমের ইবন সা‘আসা‘আ গোত্রের মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ তাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, ওসমান ইবন আবু ‘আস রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু দুধ পান করার জন্য তাকে দুধ নিয়ে আসতে বললেন। তখন মুতাররিফ রাহিমাহুল্লাহ বললেন, আমি সাওম পালনকারী। ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, সাওম এমন ঢালস্বরূপ, তোমাদের যুদ্ধে ব্যবহৃত ঢালের ন্যায়।”[৪৫]

সাওম পালনকারীর জন্য জান্নাতে রাইয়্যান দরজা

সাহল রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ».

“জান্নাতে রাইয়্যান নামক একটি দরজা আছে। এ দরজা দিয়ে কিয়ামতের দিন সাওম পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তাঁদের ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা দেয়া হবে, সাওম পালনকারীরা কোথায়? তখন তারা দাঁড়াবে। তাঁরা ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে

৪৫. নাসায়ী, হাদীস নং ২২৩০; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৩৬৪৯। হাদীসটি সহীহ।

বললেন, না, যথেষ্ট নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এরূপ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।"[৭০]

চাঁদ ছোট বা বড় দেখা ধর্তব্য নয়, আল্লাহ তা'আলা দেখার জন্য বর্ধিত করে দিয়েছেন। আর যদি মেঘের কারণে দেখা না যায় তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে

আবুল বাখতারী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ، فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ قَالَ: تَرَاءَيْنَا الْهِلَالَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ، قَالَ: فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْنَا: إِنَّا رَأَيْنَا الْهِلَالَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ، فَقَالَ: أَيَّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ؟ قَالَ فَقُلْنَا: لَيْلَةَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللهَ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ، فَهُوَ لِلَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ».

"আমরা 'উমরা করার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম এবং 'বাতনে নাখলা' নামক স্থানে উপস্থিত হলাম তখন আমরা (রমযানের) চাঁদ! দেখতে পেলাম। এ সময় কেউ কেউ বলতে লাগলেন এ তো তিন তারিখের চাঁদ। আবার কেউ কেউ বললেন, এ তো দুই তারিখের চাঁদ। তারপর আমরা ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং বললাম, আমরা তো চাঁদ

৭০. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৮৭।

“আমি পানি পান করছিলাম, তখন মসজিদে মুয়াজ্জিন আযান দিচ্ছিল। আমরা যখন মসজিদে প্রবেশ করলাম তখন সালাতের ইকামত দেয়া হলো, লোকজন তখন অন্ধকারে সালাত আদায় করছিল।”[৯০]

সাহরী ও ফজরের সালাতের মাঝে ব্যবধানের পরিমাণ

যায়েদ ইবন সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ»، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ " قَالَ: «قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً».

“আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাহরী খাই, এরপর তিনি সালাতের জন্য দাঁড়ান। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা জিজ্ঞেসা করলাম, আযান ও সাহরীর মাঝে কতটুকু ব্যবধান ছিল? তিনি বললেন, পঞ্চাশ আয়াত (পাঠ করা) পরিমাণ।”[৯১]

সাহরীতে রয়েছে অনেক বরকত কিন্তু তা ওয়াজিব নয়; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ একটানা সাওম পালন করেছেন অথচ সেখানে সাহরীর উল্লেখ নেই

আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত,

---

৯০. মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক, হাদীস নং ৭৬০৬।

৯১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯২০।

সফর অবস্থায় সাওম পালনের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ একে অন্যকে দোষারোপ করতেন না

আনাস ইবন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى المُفْطِرِ، وَلاَ المُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ».

"আমরা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সফরে যেতাম। সাওম পালনকারী ব্যক্তি যে সাওম পালন করছে না এবং যে সাওম পালন করছে না, সে সাওম পালনকারীকে দোষারোপ করতো না।"[১৪০]

আবু সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ، فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا، فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ».

"রমযান মাসে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতাম। এ সময় আমাদের

১৪০. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯৪৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১১৮।

আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ».

“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মাগরিবের) সালাত আদায়ের আগেই কিছু তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। তাজা খেজুর না পেলে কিছু শুকনা খেজুর দিয়ে ইফতার করে নিতেন। আর যদি শুকনা খেজুর না পেতেন তবে কয়েক ঢোক পানি পান করে নিতেন।”[১৬৬]

রমযানে ইফতার করার পরে যদি সূর্য দেখা দেয়

আসমা বিনতে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، قِيلَ لِهِشَامٍ: فَأُمِرُوا بِالقَضَاءِ؟ قَالَ: لاَ بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ وَقَالَ مَعْمَرٌ: سَمِعْتُ هِشَامًا لاَ أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لاَ.

“নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একবার মেঘাচ্ছন্ন দিনে আমরা ইফতার করলাম, এরপর সূর্য দেখা গেল। বর্ণনাকারী হিশামকে জিজ্ঞেস করা হলো, তাদের কি কাযা

রাহিমাহুল্লাহ “তা‘লিকাতুল হাসান ‘আলা সহীহ ইবন হিব্বান” এ একে সহীহ বলেছেন।

১৬৬. তিরমিযী, হাদীস নং ৬৯৬। ইমাম তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব। আবু দাউদ, হাদীস নং ২৩৫৬। আলবানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস নং ১৫৭৬। ইমাম হাকিম ও যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ একে সহীহ বলেছেন।

সাওম পালনের ব্যাপারে পরিবার পরিজনের হক

আব্দুল্লাহ ইবন ‘আমর রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত,

«بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ، وَأُصَلِّي اللَّيْلَ، فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ وَإِمَّا لَقِيتُهُ، فَقَالَ: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلاَ تُفْطِرُ، وَتُصَلِّي؟ فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَظًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَظًّا، قَالَ: إِنِّي لَأَقْوَى لِذَلِكَ، قَالَ: فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ» قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى، قَالَ: مَنْ لِي بِهَذِهِ يَا نَبِيَّ اللهِ؟- قَالَ عَطَاءٌ: لاَ أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الأَبَدِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ مَرَّتَيْنِ».

‘‘নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ সংবাদ পৌঁছে যে, আমি একটানা সাওম পালন করি এবং রাতভর সালাত আদায় করি। এরপর হয়ত তিনি আমার কাছে লোক পাঠালেন অথবা আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি বললেন, আমি কি একথা ঠিক শুনিনি যে, তুমি সাওম পালন করতে থাক আর ছাড় না এবং তুমি (রাতভর) সালাত আদায় করতে থাক আর ঘুমাও না? (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন), তুমি সাওম পালন করবে এবং মাঝে মাঝে তা ছেড়েও দিবে। রাতে সালাত আদায় করবে এবং নিদ্রাও যাবে। কেননা তোমার ওপর

সাওম পালনকারীকে খাবারের জন্য ডাকলে সে যেন বলে, আমি সাওম পালনকারী

আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ».

“তোমাদের সাওমরত কোনো ব্যক্তিকে যদি খানা খাওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়, তবে তার বলা উচিতৎ আমি সাওম পালনকারী।”[২০৯]

কারো সাথে দেখা করতে গেলে নফল সাওম ভঙ্গ না করা

আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، فَأَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ، قَالَ: أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ، وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَائِهِ، فَإِنِّي صَائِمٌ ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ البَيْتِ، فَصَلَّى غَيْرَ المَكْتُوبَةِ، فَدَعَا لِأُمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي خُوَيْصَّةً، قَالَ: مَا هِيَ؟ قَالَتْ: خَادِمُكَ أَنَسٌ، فَمَا تَرَكَ خَيْرَ آخِرَةٍ وَلاَ دُنْيَا إِلَّا دَعَا لِي بِهِ، قَالَ: اللهُمَّ ارْزُقْهُ مَالًا وَوَلَدًا، وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ، فَإِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ الأَنْصَارِ مَالًا،

২০৯. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৫০।

সোমবার ও বৃহস্পতিবার সাওম পালন

আবু কাতাদা আল-আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত,

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الِاثْنَيْنِ؟ فَقَالَ: فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ».

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সোমবারের সাওম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ঐ দিন আমার জন্ম হয়েছে এবং ঐ দিন আমার ওপর (কুরআন) নাযিল হয়েছে।"[২৬০]

আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ».

"নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোম ও বৃহস্পতিবারের সাওমের প্রতি খুবই খেয়াল রাখতেন।"[২৬১]

কেউ স্বাভাবিক সাওমের সাথে অন্য কিছু যেমন চুপ থাকা ইত্যাদি মিশ্রিত করে

ইবন 'আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ، نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلاَ يَقْعُدَ، وَلاَ يَسْتَظِلَّ، وَلاَ يَتَكَلَّمَ،

২৬০. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৬২।

২৬১. তিরমিযী, হাদীস নং ৭৪৫। ইমাম তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, হাদিসটি হাসান গরীব। ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৭৩৯। আলবানী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, হাদীসটি সহীহ। নাসায়ী, হাদীস নং ২৩৬০।

চতুর্থ অধ্যায় : ই‘তিকাফ

রমযানের শেষ দশকে ই‘তিকাফ করা, সব মসজিদে ই‘তিকাফ করা

﴿وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقۡرَبُوهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ﴾

“আর তোমরা মসজিদে ই‘তিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না। এটা আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং তোমরা তার নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবেই আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ মানুষের জন্য স্পষ্ট করেন, যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে।” [সূরা আল-বাক্বারা: ১৮৭]

আব্দুল্লাহ ইবন ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ».

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের শেষ দশক ই‘তিকাফ করতেন।”[২৯৬]

আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

২৯৬. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০২৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৭১।

পঞ্চম অধ্যায়: সদকাতুল ফিতর

সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে

আবু 'আলীয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, সদাকাতুল ফিতর ফরয।[৩২০]

ইবন 'উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ».

"প্রত্যেক গোলাম, আযাদ, পুরুষ, নারী, প্রাপ্ত বয়স্ক, অপ্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিমের ওপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকাতুল ফিতর হিসেবে খেজুর হোক অথবা যব হোক এক সা' পরিমাণ আদায় করা ফরয করেছেন এবং লোকদেরকে ঈদের সালাতের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।"[৩২১]

আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«وَكَّلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ الحَدِيثَ -، فَقَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ

৩২০. তা'লীকাত বুখারী, অধ্যায়: যাকাত, পরিচ্ছেদ: সদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে (২/১৩০)।
৩২১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫০৩।

ষষ্ঠ অধ্যায়: ঈদের সালাত

দুই ঈদ ও সুন্দর পোশাক পরিধান করা

আব্দুল্লাহ ইবন ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন,

«أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَخَذَهَا، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالوُفُودِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ» فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَلْبَثَ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ، فَأَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّكَ قُلْتَ: «إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ» وَأَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ الجُبَّةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَبِيعُهَا أَوْ تُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ»».

“বাজারে বিক্রি হচ্ছিল এমন একটি রেশমী জুব্বা নিয়ে ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এটি কিনে নিন। ঈদের সময় এবং প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাতকালে এটি দিয়ে নিজেকে সজ্জিত করবেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, এটি তো তার পোশাক যার (আখিরাতে) কল্যাণের কোনো অংশ নেই। এ ঘটনার পর ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু আল্লাহর যত দিন ইচ্ছা ততদিন

সপ্তম অধ্যায়: সংক্ষেপে রমযান মাসে আমাদের করণীয়

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣﴾

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সাওম ফরয করা হয়েছে। যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর। যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।” [সূরা আল-বাক্বারা: ১৮৩]

ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের মধ্যে পবিত্র রমযান মাসের সাওম পালন একটি অন্যতম স্তম্ভ। শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষতা সাধন, সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ জাগ্রত, আল্লাহর অফুরন্ত নি‘আমতপ্রাপ্ত ও সর্বত্র আল্লাহভীতি পরিস্ফুটিত হওয়া ইত্যাদির মহান বার্তা নিয়ে প্রতি বছর আমাদের দুয়ারে আসে কুরআন নাযিলের মহিমান্বিত মাস রমযান। রহমত, মাগফিরাত আর জাহান্নাম থেকে মুক্তির মহা পয়গাম নিয়ে সারা বিশ্বে নেমে আসে রমযান, যার ছোঁয়ায় মানুষ আজ ছোট্ট শিশুর ন্যায় আল্লাহ তা‘আলার দরবারে দু’হাত তুলে অঝোর ধারায় কাঁদে। রমযান মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন জাগ্রত করে তুলে। রমযান আসে, আবার চলে যায়। কিন্তু আমরা কি তার কাঙ্খিত নি‘আমত অর্জন করেত পারি? মানব জীবনের পঞ্চাশ-ষাট বছরে পঞ্চাশ-ষাট বার রমযান আসে। তন্মধ্যে দশ-পনের বছর আমরা থাকি

ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, যদি ডাক্তার মুসলিম ও সৎ-ন্যায়পরায়ণ হন এবং বলেন যে, সাওম রাখলে রোগীর জন্য ক্ষতির কারণ হবে অথবা সুস্থতা লাভে দেরী হবে, তবে সাওম পালন না করা জায়েয আছে। আর যদি ডাক্তার মুসলিম না হন অথবা মুসলিম কিন্তু সৎ নন তাহলে তার কথা গ্রহণযোগ্য নয়। তবে হ্যা, রোগী যদি অনুভব করে যে সাওম তার জন্য ক্ষতির কারণ হবে, তাহলে সে সাওম পালনে বিরত থাকতে পারবে। পরে সুযোগ মতো অন্য সময়ে কাযা আদায় করে নিবে। এ ক্ষেত্রে কাফফারা দেয়ার প্রয়োজন হবে না।[৪১২]

প্রশ্ন : রমযানের কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাকে কি চলে যাওয়া সাওম আদায় করতে বলা হবে?

জওয়াব: না, তাকে পিছনের সাওম আদায় করতে হবে না। কেননা সে তখন কাফের ছিল। আর কাফের থাকাকালীন সময়ে যে নেক কাজ অতিবাহিত হয়ে গেছে তাকে তা আদায় করতে হবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغۡفَرۡ لَهُم مَّا قَدۡ سَلَفَ﴾

“যারা কাফির তাদের বলে দাও, যদি তোমরা কুফরীর অবসান ঘটাও তাহলে তিনি তোমাদের অতীতে যা কিছু গেছে তা ক্ষমা করে দিবেন।” [সূরা আল-আনফাল: ৩৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের কাউকে অতীতের সালাত, সাওম, যাকাত

৪১২. রমজান বিষয়ক ফতোয়া, সংকলনে :আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান, সম্পাদনায়: জাকেরুল্লাহ আবুল খায়ের।

ও হাদীসের অনেক প্রমাণাদি দ্বারা একথা স্পষ্ট যে, মানুষের ভুলে যাওয়া ও অবগতি না থাকার কারণে শাস্তি দেয়া হবে না।

প্রশ্ন : যদি কোনো পুরুষ রমযানে দিনের বেলা তার স্ত্রীকে চুমু দেয় বা আলিঙ্গন করে তাহলে তার সাওম কি নষ্ট হয়ে যাবে?

জওয়াব: যদি সাওম অবস্থায় স্বামী তার স্ত্রীকে সহবাস ব্যতীত চুমু দেয় বা আলিঙ্গন করে তবে তা জায়েয। এতে সাওমের কোনো অসুবিধা হয় না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওম অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দিতেন, আলিঙ্গন করতেন। তবে এতে যদি সহবাসে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে তবে তা মাকরূহ হবে। আর চুমু বা আলিঙ্গনের কারণে যদি বীর্যপাত হয়ে যায় তবে দিনের বাকী অংশ সাওম অবস্থায় থেকে পরে সাওমের কাযা আদায় করবে। কাফফারা আদায় করতে হবে না। এটা অধিকাংশ আলেমদের মত। চুমু বা আলিঙ্গনের কারণে যদি মযী বের হয় তবে এতে সাওমের কোনো ক্ষতি করে না। এটা অধিকতর বিশুদ্ধ মত।

প্রশ্ন : নাকে বা চোখে ড্রপ ব্যবহার, সুরমা ব্যবহার অথবা কানে ঔষধ ব্যবহার কি সাওম ভঙ্গ করে?

জওয়াব: নাকে দেয়া ঔষধ যদি পেটে পৌঁছে যায় অথবা গলায় চলে যায় তা হলে সাওম ভেঙে যায়।

লকীত ইবন সাবুরা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

যে সুন্নাত রয়েছে, তা আদায় করতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। উত্তম হলো বর্ণিত কারণ ব্যতীত এ কাজ পরিহার করা।[৪২৬] উল্লেখ্য, হানাফী মাযহাব মতে, সালাতে কুরআন দেখে পড়া সালাত ভঙ্গের অন্যতম কারণ।[৪২৭]

প্রশ্ন: তারাবীর সালাতের রাক'আত সংখ্যা কত?

জওয়াব: তারাবীর সালাতের রাক'আত সংখ্যা কত- এ নিয়ে আলেমদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এ প্রশ্নের জবাবে 'ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব' এ শাইখ মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ প্রদত্ত জবাবটি ইনসাফপূর্ণ হওয়ায় সেটি হুবহু এখানে উল্লেখ করা হলো:

আলহামদুলিল্লাহ। আলেমদের ইজতিহাদ নির্ভর মাসআলাগুলো নিয়ে কোনো মুসলিমের সংবেদনশীল আচরণ করাকে আমরা সমীচীন মনে করি না। যে আচরণের কারণে মুসলিমদের মাঝে বিভেদ ও ফিতনা সৃষ্টি হয়।

শাইখ ইবন উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যিনি ইমামের সাথে ১০ রাকাত তারাবীর সালাত পড়ে বিতিরের সালাতের অপেক্ষায় বসে থাকেন, ইমামের সাথে অবশিষ্ট তারাবীর সালাত পড়েন না। তখন তিনি বলেন, "এটি খুবই দুঃখজনক যে, আমরা মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এমন একটি দল দেখি যারা ভিন্নমতের সুযোগ আছে এমন বিষয় নিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করেন। এই ভিন্নমতকে তারা অন্তরগুলোর বিচ্ছেদের কারণ বানিয়ে ফেলেন। সাহাবীদের

৪২৬. দেখুন: মাজমু'উ ফাতাওয়া ওয়ামাকালাতুশ শাইখ ইবন বায (১১/৩৪০)।
৪২৭. দেখুন: বদরুদ্দীন আল-আইনী, আল-বিনায়া শারহুল হিদায়া (২/৪২০-৪২১)।

আদায় করতেন তা এত দীর্ঘ করতেন যে, এতে পুরো রাত লেগে যেত। এমনও ঘটেছে যে, এক রাতে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে তারাবীর সালাত আদায় করতে করতে ফজর হওয়ার অল্প কিছুক্ষণ আগে শেষ করেছিলেন। এমনকি সাহাবীগণ সাহরী খেতে না পারার আশঙ্কা করেছিলেন। সাহাবীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে সালাত আদায় করতে পছন্দ করতেন এবং এটা তাদের কাছে দীর্ঘ মনে হতো না। কিন্তু আলেমগণ খেয়াল করলেন যে, ইমাম যদি এভাবে দীর্ঘক্ষণ ধরে সালাত আদায় করেন তবে মুসল্লীদের জন্য তা কষ্টকর হবে, যা তাদেরকে তারাবীর সালাত থেকে বিমুখ করতে পারে। তাই তারা তিলাওয়াত সংক্ষিপ্ত করে রাকাত সংখ্যা বাড়ানোর পক্ষে মত দিলেন।

সারকথা হলো- যিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত পদ্ধতিতে ১১ রাকাত সালাত পড়েন সেটা ভালো এবং এতে সুন্নাহ পালন হয়। আর যিনি তিলাওয়াত সংক্ষিপ্ত করে রাকাতের সংখ্যা বাড়িয়ে পড়েন সেটাও ভালো। যিনি এই দুইটির কোনো একটি করেন তাকে নিন্দা করার কিছু নেই।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: “যে ব্যক্তি ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী ও আহমাদের মাযহাব অনুসারে ২০ রাকাত তারাবীর সালাত আদায় করল অথবা ইমাম মালেকের মাযহাব অনুসারে ৩৬ রাকাত তারাবী আদায় করল অথবা ১৩ বা ১১ রাকাত তারাবী আদায় করল প্রত্যেকেই ভালো

যে ফুলে গেঁথেছি মালা

১. আল-কুরআনুল কারীম।

২. বুখারী, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল, সহীহুল বুখারী- আল-জামে'উল মুসনাদ আস-সাহীহ আল-মুখতাসার মিন উমূরি রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া সুনানিহী ওয়া আইয়্যামিহী, (বৈরূত, দারু তাওকুন নাজাহ, প্রথম সংস্করণ ১৪২২হি.)।

৩. মুসলিম, আবুল হাসান মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন-নিসাপুরী, আল-মুসনাদ আস-সহীহ আল-মুখতাসার বি নাকলিল 'আদলি 'আনিল 'আদলি ইলা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-(সহীহ মুসলিম), (বৈরূত, দারু ইহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, তাবি.)

৪. ইবন মাজাহ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াযীদ আল-কাযভীনী, সুনান ইবন মাজাহ, (মিসর, দারু ইহইয়াউল কুতুবিল 'আরাবিয়্যাহ, তাবি.)

৫. নাসায়ী, আবু আব্দুর রহমান আহমদ ইবন শু'আইব, সুনানু নাসায়ী- আলমুজতাবা মিনাস সুনান, (হালাব, মাকতাবুল মাতবূ'আতিল ইসলামিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৬ইং)।

৬. আত-তিরমিযী, আবু 'ঈসা মুহাম্মাদ ইবন ঈসা, সুনানু তিরমিযী, (মিসর, শারিকাতু মাকতাবাতু ওয়া মাতবা'আতু মুস্তাফা আল-বাবী আল-হালাবী ওয়া আওলাদুহু, ২য়

সংস্করণ, ১৯৭৫ইং)।

৭. আত-তামীমী, আবু হাতিম মুহাম্মাদ, সহীহ ইবন হিব্বান, (বৈরূত, মুয়াসসাতুর-রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৮ইং।

৮. হাকিম, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ, আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন, (বৈরূত, দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯০ইং)।

৯. আহমদ, আবু আব্দুল্লাহ আহমদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদু লি আহমদ, (বৈরূত, মুআসাসসাতুর রিসালাহ, প্রথম সংস্করণ, ২০০১ইং)।

১০. আস-সান'আনী, আবু বকর আব্দুর রাযযাক ইবন হুমাম, আল-মুসান্নাফ, (বৈরূত, আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৪০৩হি.)।

১১. বায়হাকী, আবু বকর আহমদ ইবন হুসাইন ইবন আলী, শু'আবুল ঈমান, (রিয়াদ, মাকতাবাতুর রুশদ লিননাশরি ওয়াততাওযি', প্রথম সংস্করণ ২০০৩ইং)।

১২. আত-তাবরানী, আবুল কাসিম সুলাইমান ইবন আহমদ ইবন আইয়্যুব, আল-মু'জামুল কাবীর, (কায়রো, মাকতাবাতু ইবন তাইমিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৪ইং)।

১৩. আস-সিজিস্তানী, আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশ'আস, আস-সুনানু লি আবী দাঊদ, (বৈরূত, আল-মাকতাবাতুল 'আসরিয়্যাহ, তা.বি.)।

১৪. আল-'আইনী, বদরুদ্দীন, আবু মুহাম্মাদ মাহমূদ ইবন আহমদ, শারহু সুনানি আবী দাঊদ, (রিয়াদ, মাকতাবুর

রাশীদ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৯ইং)।

১৫. আশ-শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবন আলী, নাইলুল আওতার, (মিসর, দারুল হাদীস, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৩ইং)।

১৬. হামদী হামিদ সুবহ, জামিউল আহাদীসিস সহীহাহ ফিস সিয়ামি ওয়াল-কিয়ামি ওয়াল-ই'তিকাফ' (বৈরূত, দারু ইবন হাযম, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৭ ইং)।

১৭. শাইখ মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ, 'ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব'।